এগরার বর্ত্তনা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবন

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ এগরা ১ ব্লকের বরিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্ত্তনা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে দ্বারোদঘাটন করেন মেদিনীপুর লোকসভার সাংসদ সন্ধ্যা রায়ের আপ্তসহায়ক অনির্বাণ ভট্টাচার্য্য। তিনি বলেন, ১৯৭২ সালে বরিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্ত্তনা গ্রামে এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন ধরে খুবই বেহাল অবস্থার মধ্যে পড়েছিল। এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে বরিদা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বরিদা, খামারি, যড়রং, বর্ত্তনা সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের কয়েক হাজার রোগী আসে প্রতিনিয়ত। কিন্তু উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ছিল প্রায় ভগ্নপ্রায়। যে কোন সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। ভোট আসে ভোট যায়। এলাকার পঞ্চায়েতস্তর থেকে বিধায়কের কাছে এই বিষয়ে স্থানীয়রা দরবার করেছেন বেশ কয়েকবার। রবিবার সাংসদ সন্ধ্যা রায়ের অর্থানুকুল্যে ১৪ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ব্যয়ে এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটির নতুন গৃহের উদ্বোধন হয়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন এগরা ১ ব্লকের সভাপতি অমিয় রাজ, সাংসদ প্রতিনিধি সমীর পাত্র, বরিদা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সিদ্ধেশ্বর বেরা, বরিদার পঞ্চায়েত সদস্য আশীষ সাউ, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অনিন্দিতা ঝাঁ প্রমুখ।

গড়বেতার সেরা কৌস্তভ মণ্ডল

নিজস্ব সংবাদদাতা, গড়বেতা ঃ মাধ্যমিকে গড়বেতার সেরা কৌস্তভ মণ্ডল। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৭২। গড়বেতার বাঁকাটি গ্রামে বাড়ি কৌস্তভের। সে বাঁকাটি রামকৃষ্ণ হাইস্কুলের ছাত্র। সাধারণ পরিবারের ছেলে কৌস্তভের গৃহশিক্ষক বলতে মা আর বাবা। বাবা শিবপ্রসাদ মণ্ডল বাঁকাটি হাইস্কুলের অস্থায়ী শিক্ষক, মা বিজয়া মন্ডল বিজ্ঞানে স্নাতক। ছেলের পড়াশোনা তাঁরাই দেখাশোনা করেন। সেই বাবা-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করতে পেরে খুশি কৌস্তভ। সে বলল, উচ্চমাধ্যমিকে আরও ভালো রেজাল্ট করতে চাই। প্রিয় বিষয় অঙ্কে ১০০ পেয়েছে সে, আর বাংলা-ইংরাজিতে ৯২ করে। ভূগোল ও ইতিহাসে সে পেয়েছে যথাক্রমে ৯৯ ও ৯৬ করে। জীবন বিজ্ঞানে ৯৮, ভৌতবিজ্ঞানে ৯৫ নম্বর পেলেও কৌস্তভ বলল এই দুটি বিষয়ে আরও নম্বর বাড়ত। বিঘা দুয়েক চাষযোগ্য জমি চাষ করেই তাদের চলে সারাবছর। বাবা শিবপ্রসাদবাবু বলেন, আমি স্কুল থেকে ৮ হাজার ৯৩০ টাকা পাই,

অভাবের সংসার সামলাতে নিজেকে টিউশনি করাতে হয়, খুব কষ্ট করেই ছেলের পড়াশোনার খরচ জোগাতে হয়। স্কুলের শিক্ষকেরাও খুব সাহায্য করেন। স্কুলের প্রধানশিক্ষক মৃণালকান্তি বাগ কৌস্তভের সাফল্যে খুশি। তিনি বলেন, আমাদের গড়বেতার মুখ উজ্জ্বল করেছে সে। আমরা গর্বিত তাকে নিয়ে। আর তাকে নিয়ে এত কথা সেই কৌস্তভ মণ্ডল বলল, আমার স্বপ্ন হয় ভালো শিক্ষক হওয়া, নয়তো কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া। সেই লক্ষ্যেই আপাতত মনোনিবেশ করেছে বাঁকুড়া-হুগলি-পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম বাঁকাটির কৌস্তভ।

প্রশাসনের উদাসীনতায় পড়ে রয়েছে ইমারতি সামগ্রী, সংকীর্ণ রাস্তায় দুর্ভোগে পথচারীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ ফুটপাথ দখল হয়ে গিয়েছে আগেই এবার যত্রতত্র সরকারি মোরাম ও ইমারতি দ্রব্য ফেলে রাখায় সংকীর্ণ হচ্ছে রাস্তাও। এগরা মহকুমার নেগুয়া-কসবাগোলা রাস্তারই এমন দশা পুলিশ প্রশাসনের অভিযান তো চোখে পড়ে না রাস্তার উপর ফেলে রাখা মোরাম ও ইমারতি সামগ্রীর তিরাখো। কিন্তু রাস্তার ধারেই ইমারতি দ্রব্য রেখে চলছে ব্যবসা। এগরা থানার ওসি কৃষ্ণেন্দু প্রধান বলেন, বহু মামলা করেছি। ইমারতি সামগ্রীও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এরপরেও পরিস্থিতি বদল হচ্ছে না। কিন্তু রাস্তার উপর সরকারি মোরাম যদি ফেলা হয় তাহলে সে দায়িত্ব ব্লক প্রসাশনের পুলিশ তো আর মোরাম সরাতে পারবে না। উপরন্তু আচমকা অভিযান চালিয়ে ইমারতি দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করার কাজও চলবে। এগরা ১ ব্লকের বিডিও পার্থ মন্ডল বলেন, সরকারি জমির উপর ব্যবসা করা বেআইনি। তবে নিয়মিত ইমারতি সামগ্রী সরানো হচ্ছে। আবার এর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এগরা ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অমিয় রাজ বলেন, বিষয়টি আমার নজরে ছিল না। তবে আমি আর বি. সি. ও পাঁচরোল গ্রাম পঞ্চায়েতকে বলব যাতে মোরাম সরিয়ে নেওয়া হয় রাস্তার উপর থেকে। রাস্তার ধারে বালি, স্টোনচিপস পড়ে থাকায় অসুবিধা হয় গাড়ি চলাচলে, দুর্ঘটনাও ঘটে আকছার। লেগুয়া, রামচন্দ্রপুর, বুড়িসুমটি, তেঁতুলমুড়ি, বাগমারী, কসবাগোলা সহ একাধিক রাস্তার ছবি কমবেশি একই।

পুলিশ সূত্রের খবর, গত এক বছরে রাস্তার উপরে ইমারতি সামগ্রী ফেলে রাখার কারণে কমপক্ষে ৩০-৪০টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। মৃত্যু হয়েছে তিন জনের। আহত হয়েছে অনেকেই। স্থানীয় বাসিন্দা চন্দন রায়, গৌতম পাত্র, গৌরিশঙ্কর বারিকরা বলেন, রাস্তার ধারে এমনিতেই ফুটপাত বলে কিছুই নেই। ফলে রাস্তা দিয়েই পথচারীদের যাতায়াত করতে হয়। রাস্তাও বেদখল হয়ে গেলে যাতায়াত দুষ্কর হয়ে পড়বে। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন প্রবীণ মানুষেরা। শুধু মোরাম এবং বালি-স্টোনচিপস নয়, রাস্তার উপর সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যানবাহনের ফলে যানজটও বাড়ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ইমারতি ব্যবসায়ী বলেন, রাস্তার উপর যদি সরকারি মোরাম ফেলা হয়, তাহলে ইমারতি সামগ্রী ফেললে ক্ষতি কী? আমাদের গুদাম আছে। কিন্তু ইমারতি সামগ্রীর পরিমাণ এত বেশি যে তা সব গুদামে ধরবে না। তাই রাস্তার ধারই ভরসা। রাস্তার ধারে ইমারতি সামগ্রী রাখা থাকলে ক্রেতাদের দিতেও সুবিধা হয়।

পশ্চিম মেদিনীপুরে তৃণমূলের বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ বছর ঘুরলেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনীতির ময়দানে ঘুঁটি সাজানো শুরু করে দিয়েছেন শাসকদল তৃণমূল। একদিকে বিগত ৬ বছরের সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের যেমন প্রচারের কাজ চলছে। ঠিক তেমনই কোথায় কোথায় উন্নয়ণের কাজে কি ঘাটতি রয়েছে, কিভাবে সেই ঘাটতি কাটিয়ে কাজ ত্বরান্বিত করা যায় সেটা দেখার নির্দেশ এসেছে রাজ্য থেকে। সেই মতো জেলাগুলিতেও চলছে প্রস্তুতি। সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদেও এই নিয়ে এক বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। এই বৈঠকে জেলার নেতৃত্বের পাশাপাশি জেলার জন প্রতিনিধিরাও হাজির থাকেন।

বেলদা বইমেলায় কবি সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলদা ঃ বেলদা বইমেলায় কবি সম্মেলন সংগঠিত হল রবিবার। এলাকা সহ এলাকার বাইরে থেকে আসা কবি সাহিত্যিকরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। কবি ও সাহিত্যিকরা তাঁদের সৃষ্টি উপস্থাপন করেন এই কবি সম্মেলনে। সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনাও সংগঠিত হয়েছে এদিন। স্বর্গীয় সুবিকাশ মহাপাত্র স্মৃতি মঞ্চে কবি সম্মেলনের মূল দায়িত্বে ছিলেন কবি শিক্ষক স্বপন ঘোষ ও কার্তিক মাইতি। কবি সাহিত্যিকরা তাঁদের কবিতা গল্প পাঠ করেন। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে কবি সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখা লিখে যাবেন-একথাই উঠে আসে দশম বর্ষের বেলদা বইমেলার কবি সম্মেলনের মঞ্চ থেকে।

বেলদায় বিজেপির ধিক্কার মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলদা ঃ নারায়ণগড় মণ্ডল কমিটির পক্ষ থেকে কয়েকশো কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে লালবাজার অভিযানে দলীয় কর্মীদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে বিজেপি বেলদায় ধিক্কার মিছিল করল। শহর পরিক্রমা করে মিছিলটি। বেলদা কালীমন্দির থেকে শুরু হয়ে বেলদা ট্রাফিক স্ট্যান্ড গান্ধিপার্কে পথসভার মধ্যে দিয়ে শেষ হয় ধিক্কার মিছিল। মিছিলের নেতৃত্ব দেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সহ সভাপতি কৃষ্ণপ্রসাদ ভট্টাচার্য। মূলত লালবাজারে আন্দোলনকারী বিজেপি কর্মীদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদ জানানো হয় এই মিছিল থেকে।

রেশন ডিলারকে ঘিরে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোয়ালতোড় ঃ জনরোষে রেশন ডিলার। ইন্ধনে শাসকদল। বাড়ির পেছনে বড় গর্তে বস্তা বস্তা চাল গম। শুকনো গোবর সার দিয়ে সেসব ঢাকা। আর তা দেখতে পেয়েই জনরোষ আছড়ে পড়ল বাড়ির মালিক রেশন ডিলারের উপর। সেই জনরোষে ইন্ধন জোগাল শাসকদল তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। এই ঘটনা গড়বেতা ৩ নং ব্লকের নলবনা গ্রামের। এভাবেই এক রেশন ডিলারের অপকীর্তি ধরা পড়ে যাওয়ায় কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দাদের ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটল শনিবার রাতে নলবনা গ্রামে। পুলিশ ওই রেশন ডিলার সমীর দত্তকে গ্রেপ্তার করেছে। উত্তেজনা নিরসনে গ্রামে টহল দিচ্ছে বিশাল পুলিশবাহিনী। জানা গেছে, নলবনা গ্রামের রেশন ডিলার সমীর দত্তের ডিলারে শনিবার বিকেলে নলবনা সহ আশেপাশের গ্রামের গ্রাহকেরা রেশনদ্রব্য তুলতে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় ডিলার সমীর দত্ত রেশনদোকান বন্ধ করে দেওয়ার কথা বললে লাইনে দাঁড়ানো গ্রাহকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এনিয়ে দুপক্ষের মধ্যে তর্কাতর্কির সময়ই কয়েকজন গ্রাহক রেশনদোকানের পিছন দিকে ধুমপান করতে যান। তারাই প্রথম লক্ষ্য করেন দোকানের পিছনে একটি বড় গর্তে শুকনো গোবর সার চাপা দেওয়া কিছু আছে। লাঠি দিয়ে সার সরাতেই বেরিয়ে আসে একের পর এক বস্তা। ফুটো করতেই বেরোতে থাকে চাল, গম, আটার প্যাকেট। এরপরই লাইনে দাঁড়ানো গ্রাহকদের ক্ষোভ চরমে উঠে। রেশন ডিলার সমীর দত্তকে আটকে রেখে খবর দেওয়া হয় স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য ও নেতাদের। খবর পেয়ে আশেপাশের ভুলা, দলদলি প্রভৃতি গ্রামের হাজার দেড়েক গ্রামবাসী রে রে করে এসে চড়াও হয় অভিযুক্ত ডিলার সমীর দত্তের উপর। তাকে ব্যাপক মারধর করার পর জনরোষ আছড়ে পড়ে রেশনদোকান লাগোয়া তার বাড়ির উপর। যথেচ্ছ ভাঙচুর চালানো হয় তার বাড়িতে। এমনকি রেহাই দেওয়া হয়নি তার চারচাকার গাড়িটিকেও। ভাঙচুর করা হয় সেটিও। উত্তেজিত জনতা চাল, গমের বস্তা তছনছ করে, কেরোসিনের ড্রাম উল্টিয়ে তেল ঢেলে দেয় রাস্তায়। স্থানীয় তৃণমূল নেতা বুদ্ধদেব পাল, বুদ্ধদেব গড়াই সহ এলাকার তৃণমূলের নেতাকর্মীরাও উত্তেজিত হয়ে ক্ষুব্ধ জনতার সঙ্গে হাত মেলান। রাতেই পুরো নলবনা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে গোয়ালতোড় থানা থেকে এক গাড়ি পুলিশ গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করলে উত্তেজিত জনতার ক্ষোভের আঁচ দেখে মাঝপথ থেকেই ঘুরে পালায়। এরপর ডিএসপি (অপারেশন) অতীশ বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী নলবনা গ্রামে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের হাত থেকে অভিযুক্ত রেশন ডিলার সমীর দত্তকে উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলে গ্রামবাসীরা রাতের মতো শান্ত হন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ এই রেশন ডিলার গ্রাহকদের রেশনদ্রব্য ঠিকঠাক না দিয়ে কালোবাজারে পাচার করে দিত। এনিয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও কিছু না হওয়াতেই এদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ বলে মনে করছে পুলিশ। শনিবার সারারাত অভিযুক্ত রেশন ডিলারের বাড়ি ও রেশনদ্রব্য যাতে লুঠ হয়ে না যায় সেজন গ্রামেই টহল দেয় পুলিশ। রবিবার গোয়ালতোড় থানার পুলিশ গিয়ে সেই গর্ত থেকে প্রায় ৪০ বস্তা চাল, গম, আটার প্যাকেট বাজেয়াপ্ত করে। গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্ত রেশন ডিলার সমীর দত্তকে। এবিষয়ে জেলা খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের আধিকারিক পার্থপ্রতীম রায় জানিয়েছেন, ওই ডিলারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করে দেখা হবে, গরমিল পেলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বাবুই ঘাসই জীবন-জীবিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রামের ঝিলিমিলি, বাঁশপাহাড়ি, ভূলাভেদা সহ বেশ কিছু গ্রামের প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের জীবন এ নুন আনতে পান্তা ফুরায়। এই শ্রেণির মানুষদের ভরসা যোগায় বাবুই ঘাস। কারণ, ওটাই যে ওদের জীবিকা। বেলপাহাড়ি-বাঁশপাহাড়ি রাস্তা ধরে গেলে দেখা যাবে, দরিদ্র পরিবারের মেয়ে-বউরা কেমন নিরলসভাবে বাবুই ঘাসের দড়ি পাকিয়ে চলেছেন। কত কিশোরী নিজেদের বয়স পাকিয়ে ফেলেছে দড়ির পাকের সঙ্গে সঙ্গে। জঙ্গলের ফাঁকা জায়গায় এবং রুক্ষ জমি যেখানে অন্য কোনও ফসলের চাষ হয় না, সেখানে বাবুই ঘাসের চারা রোপণ করা হয় বর্ষাকালে। বর্ষার জল পেয়ে সেই চারা বেড়ে ওঠে প্রায় এক মিটার। শরতের শেষে তা কাটা হয়। গোড়াটা অবশ্য থেকেই যায়। পরের বছর বর্ষায় আবার একইভাবে বেড়ে ওঠে বাবুই ঘাসের চারা। এভাবে চার থেকে পাঁচ বছর চলে। পরে উপড়ে ফেলে নতুন চারা রোপণ করা হয়। না হলে ঘাসের উচ্চতা কমে যায়। তখন আর তা কাজে লাগে না। এরপর দড়িতে টান দিয়ে রোদে শুকনো হয়। শুকনো দড়ি কোনও গাছের শাখায় ঘষে ঘষে পালিশ করা হয়। পালিশ করা দড়ি সুন্দরভাবে গুটিয়ে ভাঁজ করে গ্রামীণ হাটে হাটে নিয়ে যাওয়া হয়। এই দড়ি খড়ের চালের ছাউনি বাঁধতে, বেড়া বাঁধার কাজে লাগে। লাগে অন্য কাজেও। জমি থেকে ঘাস সংগ্রহ থেকে শুরু করে দড়ি বাজারজাত করার প্রক্রিয়াটা দীর্ঘ। সেই তুলনায় দাম খুবই কম পান এই গরিব মানুষগুলো। কিছুটা লাভের মুখ দেখতে পান তাঁরাই, যাঁরা নিজেদের জমিতে বাবুই ঘাসের চাষ করেন। কিন্তু, যাঁরা ভূমিহীন তাঁরা মজুতদারের কাছ থেকে চড়া দামে ঘাস কিনতে বাধ্য হন। এঁদের আয় খুব সামান্য। অনেক সময় ক্রেতা পাওয়া যায় না। বিক্রি না হলে আবার তাঁদের হাঁড়ি চড়ে না। বাড়ির সবাইকে তখন কার্যত অনাহারে দিন কাটাতে হয়। ফলে, বাধ্য হয়ে মজিমাফিক দামে উৎপাদিত জিনিস মজুতদারদের হাতে তুলে দিতে হয়। মজুতদাররাও মওকা বুঝে ফাটকা লাভে বিক্রি করেন। দড়ি তৈরির কারিগরের শ্রম বেকার যায়।